গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
এসিআর-১ শাখা
www.ird.gov.bd

তারিখ: ৭ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ০৮.০০.০০০০.০২৬.১৬.০০৬.২০.২১৭

বিষয়: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০৪.২৪.১১৪, তারিখ : ২১ আগস্ট ২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বার্ষিক প্রতিবেদন।

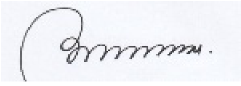

২৩-১০-২০২৪
মোঃ সামীম আহসান
সিনিয়র সহকারী সচিব
shameem.ahsan@ird.gov.bd

সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ।

দৃষ্টি আকর্ষণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
সিনিয়র সহকারী সচিব, রিপোর্ট অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ।

তারিখ: ৭ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ০৮.০০.০০০০.০২৬.১৬.০০৬.২০.২১৭/১(২)

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং
২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

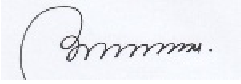

২৩-১০-২০২৪
মোঃ সামীম আহসান
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

এসিআর-১ শাখা

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ **আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: ০৪টি**

প্রতিবেদনাধীন বছর: ২০২৩-২৪ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ: ২২ অক্টোবর ২০২৪**

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১২০	৬৯	৫১	-	-
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২৩,৪৪৮	১৫,০০৬	৮,৪৪২	-	-
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৪৬০	৩০১	১৫৯	০৩	-
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	১৫৩	৮৬	৬৭	২৬	-
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	৬৫	৪৯	১৬	-	-
মোট	**২৪,২৪৬**	**১৫,৫১১**	**৮,৭৩৫**	**২৯**	-

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অফিস	অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০১	-	১৭	০৫	১৪	১৪	৫১
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	-	-	৭৫১	৩১৪০	৩৬৮৩	৮৬৮	৮৪৪২
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	-	-	১৫	৩০	৮০	৩৪	১৫৯
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	০৯	-	২৯	২৯	৬৭
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	০৪	০১	০৮	০৩	১৬
মোট=	০১	-	৭৯৬	৩১৭৬	৩৮১৪	৯৪৮	৮৭৩৫

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/ সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/ সংস্থা-প্রধান/ তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা: নাই।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নাই।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য: নাই।

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
-	-

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

	প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	-	১০	১০	-	-	-	-
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৪৭৯	৫৯	৫৩৮	১১৮	৩৩০	৪৪৮	-
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	-	০২	০২	-	-	-	-
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	০১	০১	০১	১০	১১	-
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	০২	০২	-	-	-	-
মোট=	৪৭৯	৭৪	৫৫৩	১১৯	৩৪০	৪৫৯	-

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/ উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী /উপমন্ত্রী	সিনিয়র সচিব/সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
চট্টগ্রাম, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩, ০১ (এক) দিন	-	-	২০তম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী [৪০তম বি.সি.এস. (শুল্ক ও আবগারী)] কর্মকর্তাদের কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান।	-
বরিশাল, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ০১ (এক) দিন	-	-	বরিশাল চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্টি ও বরিশালা বিভাগের সকল চেম্বার এর সাথে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনা।	-
চট্টগ্রাম, ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ০২ (দুই) দিন			চট্টগ্রাম চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ও চট্টগ্রাম বিভাগের সকল চেম্বার এর সাথে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সাথে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনা।	
রংপুর ও নীলফামারী, ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ০২ (দুই) দিন			রংপুর চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ও রংপুর বিভাগের সকল চেম্বার এর সাথে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনা।	
সিলেট ০২ মার্চ ২০২৪, ০১ (এক) দিন			সিলেট চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ও সিলেট বিভাগের সকল চেম্বার এর সাথে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনা।	
রাজশাহী ০৬-০৭ মার্চ ২০২৪, ০২ (দুই) দিন			রাজশাহী চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ও রাজশাহী বিভাগের সকল চেম্বার এর সাথে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনা।	
খুলনা ২১-২২ জুন ২০২৪ ০২ (দুই) দিন			কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, সাতক্ষীরায় নবনির্মিত “ভ্যাট কমপ্লেক্স” এর নামফলক উন্মোচন ও ভোমরা ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন, সাতক্ষীরা এর নবিনর্মিত “কাস্টমস কমপ্লেক্স” এর নামফলক উন্মোচন।	

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী /উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সিনিয়র সচিব/সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
হংকং ২৮/০৮/২০২৩ হতে ০১/০৯/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিন			Signing “The Agreement between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Hong Kong special Administrative Region of the People’s Republic of China for the Elimination of Double Taxation with respect to Taxes of Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance.	
কেনিয়া ১২-১৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৮ (আট) দিন			Singing “The Agreement between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of Kenya for the Elimination of Double Taxation with respect to Taxes of Income and the prevention of Tax Evasion and Avoidance”.	

দক্ষিণ কোরিয়া ২০-২৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) দিন			Singing “Trade Facilitation policy forum for the Heads of the Customs Administration”.	
ইতালি ২৭ মার্চ ২০২৪ হতে ০২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ০৭ (সাত) দিন			Will visit Rome, Italy to participate in the inaugural flight of Dhaka-Rome-Dhaka of Biman Bangladesh Airlines Ltd.	
থাইল্যান্ড ২৪-২৭ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) দিন			মাননীয় প্রধামন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে থাইল্যান্ড ভ্রমণ; MOU between the Customs department of the Kingdom of Thailand and the National Board of Revenue the people’s Republic of Bangladesh concerning Cooperation and mutual Assistance in Customs Matters.	

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০৯	.১৭	০৯	০৬	-	০৩	
০২.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৮২৮৩	৩৩৫৯৮.২১	৬৩৮৭	৯২১	২৩৩১.১৩	৬৯০৫	২৮৭৪৫.২১
০৩.	জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৫২	২৭৪.১৩	০৪	০৪	৬.৬৫	৪৮	২৬৭.৪৮
০৪.	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	-	-	-	-	-
০৫.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট	৮৩৪৪	৩৩৮৭২.৫১	৬৪০০	৯৩১	২৩৩৭.৭৮	৬৯৫৬	২৯০১২.৬৯

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২৩-২৪) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
	১	২	৩	৪	৫	৬
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০৭	০১	-	০২	০৩	০৪
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১০৪	০৫	০৭	৩৮	৫০	৭৪
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	০৭	-	-	-	-	০৭
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	-	-	-	-
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	-	-	-	-

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
-	-	-	-	-

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
	১	২
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০২	৫৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১৫	৫২৯
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	০৩	৬৯
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	১৯	১৩৫
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২৩-২৪) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা: (১) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ- ২৬টি, (২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- ০০টি, (৩) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর- ০২টি, (৪) ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল- ১৬টি।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নাই।

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি না: নাই।

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: ১১৪ জন।

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
	১	২
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০৮	১৮২
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১৬	৫২৯
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	০৫	২০৬
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	১৭	৫৮
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
২৯০	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১৯৯	১৩৯

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০২২-২৩		২০২১-২২		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	**প্রকৃত অর্জন**	**লক্ষ্যমাত্রা**	**প্রকৃত অর্জন**	**লক্ষ্যমাত্রা**	**প্রকৃত অর্জন**
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ						
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলি:

কাস্টমস বিষয়ক:

- বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স এবং আইসিটি খাতের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- রপ্তানিমুখী শিল্প বহুমুখীকরণ এবং তার পশ্চাদ শিল্পে প্রণোদনা;
- Ease of doing business সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন; এবং
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর) আহরণ বৃদ্ধি।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বিদ্যমান ৬ (ছয়) স্তর বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক (Customs Duty) কাঠামো (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% এবং ২৫%), সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে এমন পণ্যের উপর আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান রেগুলেটরী ডিউটি ৩% এবং ১২ (বার) স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার (১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% এবং ৫০০%) অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

১। <u>ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ:</u>
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্দেশ্যে পণ্যের নামকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসজনিত জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যে বিদ্যমান এইচ.এস কোড ও বর্ণনা ইত্যাদিতে যেসব অসঙ্গতি, বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে-তা যথাযথভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সংশোধন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক এইচ.এস কোড সৃজন ও যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

২। <u>স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ:</u>
আমদানি বিকল্প (Import substitute) দেশীয় শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান এবং বিদ্যমান স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য তৈরি পণ্য আমদানিতে শুল্ক-কর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩। <u>কৃষি খাত:</u>
কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত। অগ্রাধিকার খাত বিবেচনায় কৃষি খাতের প্রধান উপকরণ বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি আমদানিতে শূন্য শুল্ক-হার অব্যাহত রাখা এবং এ খাতের চাহিদা অনুযায়ী সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৪। <u>নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য:</u>
দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে বিদ্যমান শুল্ক হার অপরিবর্তিত রাখার নীতি অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৫। <u>স্বাস্থ্য খাত:</u>
স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহতকরণে ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৬। <u>প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, ডেইরি খাত:</u>
প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও ডেইরি খাত একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাত। মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্য সামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিগত সময়ে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা এবং কতিপয় নতুন উপকরণ উক্ত খাতের জন্য বিদ্যমান এস.আর.ও এর অন্তর্ভুক্ত করে রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৭। <u>আইসিটি (ICT) খাত:</u>
দেশে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনের জন্য মৌলিক শিল্প স্থাপন ও প্রসারের লক্ষ্যে এ শিল্প সংশ্লিষ্ট কাঁচামালের আমদানি শুল্ক-কর হ্রাস ও তৈরি পণ্যের ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে আইসিটি খাতের শিল্পকে বিশেষ প্রতিরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। <u>তেল, বিদ্যুৎ খাত:</u>
বিদ্যুৎ ও তেল খাতের বিদ্যমান সমস্যা নিরসনের জন্য বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও কে যুগোপযোগী করে নতুন এস.আর.ও জারি করা হয়েছে।

৯। <u>রপ্তানিমুখী শিল্প খাত:</u>
রপ্তানিমুখী শিল্প প্রসারের জন্য বিদ্যমান শুল্ক-কর প্রণোদনা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য Non-RMG খাতকে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে।

১০। <u>ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক্স ও বিবিধ শিল্প:</u>
দেশীয় টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, লিফ্ট, মোটরসাইকেল, মোবাইল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণের জন্য শুল্ক-করের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা রয়েছে। তথাপি, এসকল শিল্পের বিকাশের জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বিশেষ প্রণোদনা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১১। <u>মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত (LDC graduation) হওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা:</u>
বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য যে সকল কমপ্লায়েন্স পূরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা যথাসময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

১২। **<u>আমদানি রপ্তানি সহজীকরণ ও Trade Facilitation:</u>**

বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য World Trade Organization এর Trade Facilitation Agreement এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট যেসকল প্রভিশন রয়েছে তার প্রায় সবগুলোই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর কাস্টমস অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে Cost of doing business হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি Ease of doing business এর র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি ঘটবে।

মূসক বিষয়ক:

ল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর প্রায়োগিক ও পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসন, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- আইনে "উপকরণ", "উৎপাদ কর", "কর ভগ্নাংশ", "প্রতিনিধি", "রপ্তানি", এবং বিধিমালাতে "টার্নওভার কর সনদপত্র", "ব্যাংক হিসাব" ও "মূসক নিবন্ধন সনদপত্র" এর সংজ্ঞা সংশোধন করা হয়েছে;
- নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আমদানিকৃত সেবার বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের শর্তটি অধিকতর স্পষ্টীকরণের জন্য এ সংক্রান্ত বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যাংক এবং ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েস, চালান হিসেবে গণ্যকরণে সংশ্লিষ্ট বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;
- আংশিক উপকরণ কর রেয়াত সম্পর্কিত বিধান যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

- কতিপয় পণ্য (যেমন: ঔষধ) স্থানীয় সরবরাহের পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত পণ্যের বিপরীতে সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত না থাকায় রপ্তানিতে ব্যবহৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক সমন্বয় করা সম্ভব হয় না। ফলে, ফেরত দাবির উদ্ভব হয়। উক্ত সম্পূরক শুল্ক ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী অন্তত ছয় মাস জের টানার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, যা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসার ব্যয় বৃদ্ধি করে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে জের টানা ব্যতিরেকে সম্পূরক শুল্ক ফেরত প্রদানের বিধান সংযোজনসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;
- বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী কর নির্ধারণ ও জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি ও পৃথকভাবে শুনানী গ্রহণ করতে হয়। এতে প্রায়োগিক জটিলতার পাশাপাশি সময়ক্ষেপণের ক্ষেত্র তৈরি হয়। তাই কর নির্ধারণ ও জরিমানা আরোপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) একই সাথে করার লক্ষ্যে আইন ও বিধির সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি। এতে কর নির্ধারণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হলে জরিমানা আরোপের জন্য পুনরায় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি ও শুনানী গ্রহণ করতে হবেনা। এছাড়াও এ সংক্রান্ত বিধানসমূহে অধিকতর সহজীকরণ ও বোধগম্য করার লক্ষ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;
- ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্তন সংক্রান্ত বিধান অধিকতর স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;
- সম্পূরক শুল্ক ফেরত গ্রহণের আবেদন দাখিলের সময় Proceed Realization Certificate-PRC পেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে PRC পাওয়া যায়না বিধায় আবেদন দাখিল করা সম্ভব হয়না। এ জটিলতা নিরসণকল্পে আবেদন দাখিলের সময় PRC দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিত করে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হ্রাসকারী সমন্বয় বা রেয়াত গ্রহণের ব্যর্থতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দাখিলপত্রে সংশোধন আনয়ন করা যাইবেনা- এরুপ বিধান সন্নিবেশপূর্বক দাখিলপত্র সংশোধন সংক্রান্ত বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;
- কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ সংক্রান্ত বিধিমালায় কতিপয় অস্পষ্টতা দুরীকরণে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;
- "অনলাইনে পণ্য বিক্রয়" এর সংজ্ঞায় শুধুমাত্র রিটেইল ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে, যেখানে মার্কেট প্লেসের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তাই, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে "অনলাইনে পণ্য বিক্রয়" এর সংজ্ঞায় "মার্কেট প্লেস" এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;
- কমিশনারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা তার আওতাধীন কর্মকর্তাগণকে অর্পণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের সাথে কতিপয় ক্ষেত্রে মূসক বিধিমালার বিধানসমূহ সাংঘর্ষিক হওয়ায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;
- বর্তমানে স্টিভেডরিং নামীয় কোন কার্যক্রম না থাকায় আইনের প্রথম তফসিল হতে তা বিলুপ্তকরণ করা হয়েছে;
- আইনের দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী পেইন্টস এর উপর সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। মাঠ পর্যায়ে বিভ্রান্তি দূরীকরণ ও স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে পেইন্টস শব্দের পরিবর্তে পেইন্টস (প্রাইমারসহ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে;
- পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার আওতায় কতিপয় ফরমে সংশোধনী আনয়ন ও ক্ষেত্র বিশেষে নতুন ফরম সংযোজন করা হয়েছে;

্ল্য সংযোজন কর আদায় কার্যক্রমে তদারকি নিশ্চিতকরণ, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন ও বিধির নিম্নোক্ত সংশোধন করা হয়েছেঃ

- কমিশনার হতে রাজস্ব কর্মকর্তা পর্যন্ত বিদ্যমান ন্যায় নির্ণয়ন সংশ্লিষ্ট বিধান যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;
- আইনের সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকিং মাধ্যমের পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ না করার কারণে সমন্বয় সংক্রান্ত বিধান সংযোজনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে; এবং
- তল্লাশি ও জব্দকরণ প্রক্রিয়ার পর দলিলাদি যাচাই বাছাই করে প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা ০৩ (তিন) কার্যদিবসের পরিবর্তে ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস বর্ধিতকরণ এবং তদ্‌পরবর্তীতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কমিশনার বা মহাপরিচালক কর্তৃক তার বিবেচনায় অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন সময়সীমা বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রায়োগিক জটিলতা নিরসনে এ সংক্রান্ত বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে।

(গ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- বল পয়েন্ট পেন এর উৎপাদন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ মূসক আরোপ করা হয়েছে;
- সফটওয়্যার এর উৎপাদন পর্যায়ে ও কাস্টমাইজেশন সেবার উপর ৫ শতাংশ মূসক আরোপ করা হয়েছে;
- পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান সমুদয় মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করে ৫ শতাংশ মূসক আরোপপূর্বক উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে;
- Iron or steel (LPG Cylinder) এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণপূর্বক আলোচ্য রেয়াতী সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে;
- মোবাইল ফোনের উৎপাদক কর্তৃক স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ০ (শূণ্য) শতাংশের পরিবর্তে ২ শতাংশ, সংযোজন পর্যায়ে যথাক্রমে ৩ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ মূসক আরোপপূর্বক প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের কতিপয় শর্ত যৌক্তিকীকরণ ও নতুন শর্ত সংযোজন করা হয়েছে;
- প্লাস্টিকের তৈরি সকল ধরনের টেবিলওয়্যার, কিচেনওয়্যার, গৃহস্থালী সামগ্রী, হাইজেনিক ও টয়লেট সামগ্রীসহ অনুরূপ যে কোন পণ্য (টিফিন বক্স ও পানির বোতল ব্যতীত) এর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা করা হয়েছে;
- কিচেন টাওয়াল (২৪-২৬ জিএসএম), টয়লেট টিস্যু (১৮-২৪ জিএসএম), ন্যাপকিন টিস্যু (২০-২৪ জিএসএম), ফেসিয়াল টিস্যু/পকেট টিস্যু (১২-১৬ জিএসএম), হ্যান্ড টাওয়াল/পেপার টাওয়াল/ক্লিনিকাল বেড শিট এর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;
- অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি কিচেন বা অন্যান্য গৃহস্থালী তৈজষপত্র, সেনিটারি ওয়্যার এবং যন্ত্রাংশ এর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং
- সানগ্লাস (প্লাস্টিক ও মেটাল ফ্রেমযুক্ত) এর মূসক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন এবং দেশীয় শিল্প বিকাশের চলমান গতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নোক্ত খাতসমূহে মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রদান ও বহাল রাখাসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে।

- রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ৫ (পাঁচ) শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর এবং উহা উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে;
- ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেক্ট্রিক ওভেন এর উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে;
- ব্লেন্ডার, জুসার, মিক্সার, গ্রাইন্ডার, ইলেক্ট্রিক কেটলি, রাইস কুকার, মাল্টি কুকার এবং প্রেসার কুকার এর উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরোপনীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (আগামকর সহ) ও সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে;
- তথ্য-প্রযুক্তি ও কম্পিউটার শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রিন্টার, টোনার কার্টিজ/ ইনকজেট কার্টিজ, কম্পিউটার প্রিন্টারের যন্ত্রাংশ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, AIO, ডেস্কটপ, নোটবুক, নোটপ্যাড, ট্যাব, সার্ভার, কিবোর্ড, মাউস, বারকোড বা কিউআর স্ক্যানার, ইন্টারেকটিভ ডিসপ্লে, i¨vg, পিসিবিএ বা মাদারবোর্ড, মোবাইল ফোনের চার্জার ও ব্যাটারি, পাওয়ার ব্যাংক, রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ, মডেম, নেটওয়ার্ক ডিভাইস বা হাব, স্পিকার, সাউন্ড সিস্টেম, ইয়ারফোন বা হেডফোন, এসএসডি বা পোর্টেবল এসএসডি, হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, পেনড্রাইভ, মাইক্রো এসডি কার্ড, ফ্লাশ মেমরি কার্ড, সিসিটিভি, মনিটর (22" এর অধিক নহে), প্রজেক্টর, Printed Circuit Board, ইরাইটিং প্যাড, ইউএসবি ক্যাবল বা ডাটা ক্যাবল, ডিজিটাল ওয়াচ, বিভিন্ন ধরণের Loaded PCB এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান রেয়াতী সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে; এবং
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA)এবং Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES) এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ করা হয়েছে।

ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ অধিকতর সহজীকরণ, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন এবং স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে করভার লাঘব করার লক্ষ্যে নিমোক্ত ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা হয়েছে।

- “অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল” এর উৎপাদন পর্যায়ে ৫ (পাঁচ) শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান এবং এ অব্যাহতির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্ধারন করা হয়েছে;
- “হাতে তৈরি বিস্কুট” এর অব্যাহতি সীমা প্রতি কেজি ১৫০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা এবং “কেক (পার্টিকেক ব্যতীত)” এর অব্যাহতি সীমা প্রতি কেজি ২৫০ টাকার পরিবর্তে ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- মিষ্টান্ন ভান্ডার সেবা হতে কাঙ্খিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে এ খাতে বলবৎ ১৫ শতাংশ মূসক হার হ্রাসপূর্বক ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;
- “কৃত্রিম আঁশের তৈরি কাটা ফেব্রিক্স এবং নষ্ট টুকরা (এক মিটারের বেশী দীর্ঘ নয়)”, “বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর নিকট নমুনা হিসেবে বিনামূল্যে সরবরাহকৃত ফেব্রিকস (তিন বর্গমিটারের নীচের আকৃতির)”, এবং “Taps and Braids” এর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে; এবং

- পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার্য Coconut/Copra Waste এর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণ ও উৎপাদন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

- কৃষি কার্যে ব্যবহৃত রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ড্রায়ার, সকল প্রকার স্প্রেয়ার মেশিন, পটেটো প্লান্টার;
- আমদানিকৃত সকল ধরনের Container;
- সমুদ্রের লবণাক্ত পানি হতে সুপেয় পানি উৎপাদনের লক্ষ্যে আমদানিকৃত Solar power operated water distillation Plant;
- নিবন্ধিত এয়ারলাইন্স কর্তৃক আমদানিকৃত Aircraft Engine, Turbo Jet এবং উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ।

দশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- নারী ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় স্যানিটারী ন্যাপকিন ও ডায়াপারের স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে উৎপাদনে ব্যবহৃত কতিপয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর (আগাম করব্যতীত) ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অব্যাহতি সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিকরণ করা হয়েছে; এবং
- ম্যালেরিয়া ও যক্ষা নিরোধক ঔষধ এর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কায্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- সিগারেটের নিম্নস্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ৪৫ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং সম্পূরক শুল্ক ৫৮ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া মধ্যম স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ৬৭ টাকা ও তদুর্ধ্ব, উচ্চ স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ১১৩ টাকা ও তদুর্ধ্ব, অতি-উচ্চ স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ১৫০ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং এই তিনটি স্তরের সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধান/প্রজ্ঞাপন সমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;
- পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি ফিল্টার বিযুক্ত বিড়ির পঁচিশ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৮ টাকা, বারো শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৯ টাকা ও আট শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৬ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফিল্টার সংযুক্ত বিড়ির বিশ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৯ টাকা ও দশ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাংশ অব্যাহত রাখা হয়েছে; এবং
- প্রতি দশ গ্রাম জর্দার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা এবং প্রতি দশ গ্রাম গুলের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২৩ টাকা নির্ধারণসহ সম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাংশ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

আয়কর বিষয়ক:

১। স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার শ্রেণির করদাতার হার:

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের করধাপ ও করহার নিম্নরূপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে:

বিদ্যমান করধাপ	বিদ্যমান করহার ২০২৩-২০২৪	প্রস্তাবিত করধাপ	প্রস্তাবিত করহার ২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫-২০২৬
৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য	৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকার	৫%	পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর	৫%
পরবর্তী ৩,০০,০০০/-টাকার	১০%	পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকার	১৫%	পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকার	২০%	পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর	২০%
অবশিষ্ট টাকার উপর	২৫%	পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকার উপর	২৫%
		অবশিষ্ট টাকার উপর	৩০%

(খ) একই সাথে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের করমুক্ত আয়ের সীমা নিম্নরূপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে:

করমুক্ত আয়ের সীমা	বিদ্যমান ২০২৩-২৪	প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬
সাধারণ করদাতা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	অপরিবর্তিত
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৪ লক্ষ টাকা	অপরিবর্তিত
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা	অপরিবর্তিত
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৫ লক্ষ টাকা	অপরিবর্তিত
তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা	অপরিবর্তিত
কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত সীমা ৫০,০০০/- টাকা বেশী।		

২। ভবিষ্যাপেক্ষ (Prospective) কর ব্যবস্থার প্রবর্তন:

ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, দেশের কর ব্যবস্থার প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার উন্নয়ন এবং স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য ২০২৪-২৫

এর জন্য প্রস্তাবিত করহারকে ২০২৫-২৬ করবর্ষের জন্য বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ভবিষ্যাপেক্ষ (Prospective) কর ব্যবস্থার সূচনার মাধ্যমে করদাতাগণ যথাযথ কর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবেন যা কর পরিপালন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

৩। কোম্পানি করহার:

শর্তসাপেক্ষে কোম্পানি করহার নিম্নরূপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা:-

(ক) আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এইসব কোম্পানির ক্ষেত্রে করহার শর্তসাপেক্ষে ২৭.৫% থেকে ২৫%;

(খ) এক ব্যক্তি কোম্পানির করহার শর্তসাপেক্ষে ২২.৫% থেকে ২০%

(গ) পরিশোধিত মূলধনের নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তর হলে তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য করহার শর্তসাপেক্ষে ২২.৫% থেকে ২০%;

(ঘ) সমবায় সমিতির জন্য করহার ১৫% থেকে ২০%;

এক্ষেত্রে, সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।অন্যান্য করহার এর বিদ্যমান কাঠামোটি বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪। পরিবেশ সারচার্জ:

কোন ব্যক্তির বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য গাড়ি একের অধিক থাকলে একের অধিক যত গাড়ি থাকবে তার উপর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিবেশ সারচার্জ আরোপের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই অর্থবছরে উক্ত পরিবেশ সারচার্জ এর বিদ্যমান কাঠামো বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

র্জ:

বিত্তশালী ব্যক্তি করদাতাদের নিকট হতে বর্তমানে নীট সম্পদের ভিত্তিতে প্রদেয় আয়করের শতকরা হারে সারচার্জের বিধান রয়েছে। সারচার্জের বিদ্যমান কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬। উৎসে করহার যৌক্তিকীকরণ:

(ক) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎসে কর কর্তন কমানো যেমন- ধান, চাল, গম, আলু, মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভূট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিদ্যমান হার ২% হতে কমিয়ে ১% নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে;

(খ) গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম তেল সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন এবং গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য হতে উৎসে কর সংগ্রহের হার যৌক্তিকীকরণপূর্বক উক্তরূপ কর্তিত কর ন্যূনতম কর হিসেবে গ্রাহ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(গ) ফল ও ফুল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে উৎসে করহার ৫% হতে বৃদ্ধি করে ১০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(ঘ) ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্সির আয় হতে উৎসে কর কর্তন কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে;

(ঙ) কোনো সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত আয় বন্টন বা কোনো লাইসেন্স ফি বা অন্য কোনো ফি বা চার্জ হইতে কর কর্তন করার হার বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(চ) ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সুদ আয় হতে ২০% হারে এবং বিভিন্ন ফান্ড ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুদ আয় হতে ১০% হারে কর কর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(ছ) ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর অধীনে ইট প্রস্তুত বা উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের ক্ষেত্রে কর সংগ্রহের বিধান যৌক্তিকীকরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭। করনেট সম্প্রসারণ:

(ক) উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের নিমিত্ত রিসোর্ট, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, কনভেনশন সেন্টারকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(খ) হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নকালে এবং কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় কোনো সেবা গ্রহণকালে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(গ) ব্যবসা স্থানে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শনের ব্যর্থতায় অন্যূন ২০ হাজার টাকা এবং অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮। প্রত্যক্ষ করব্যয় (Direct Tax Expenditure):

২০২০-২১ অর্থবর্ষের “প্রত্যক্ষ করব্যয়”এর মোট প্রাক্কলিত পরিমাণ ছিল ১,২৫,৮১৩ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের জন্য “প্রত্যক্ষ করব্যয়” প্রাক্কলিত হয়েছে ১,১৫,৬১৬ কোটি টাকা- এর মধ্যে কোম্পানি পর্যায়ে ৭১,৯৫৪ কোটি টাকা এবং স্বাভাবিক ব্যক্তি পর্যায়ে ৪৩,৬৬২ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে, ২০২১-২২ অর্থবর্ষের জন্য এই “প্রত্যক্ষ করব্যয়”মোট জিডিপি এর ২.৯১%, যা পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের জন্য ছিল ৩.৫৬%। ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে প্রক্ষেপিত প্রত্যক্ষ করব্যয় ১,৬২,৮৮৫ কোটি টাকা।

৯। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ব্যবসা সহজিকরণ:

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এর সহায়ক হিসাবে আমি কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হতে উদ্ভূত আয়, উক্ত ব্যক্তির সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম ক্যাশলেস হবার শর্তে তিন বছর করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা:-

(ক) এআই বেজড সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution development);

(খ) ব্লকচেইন বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution development);

(গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing);

(ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস (software as a service);

(ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service);

(চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science);

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service);

সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software development and customization);

(ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service);

ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website development and service);

আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service);

(ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service);

(ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital animation development);

(ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design);

(ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing);

(ত) ই-লার্নিং প্লাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e-publication);

(থ) আইটি ফ্রিল্যান্সিং (IT freelancing);

(দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service);

ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving)

১০। কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণ:

কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণ এর জন্য নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

ক) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তার কর অব্যাহতি পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে সমর্পণপূর্বক নিয়মিত হারে কর পরিশোধ করতে পারবেন;

খ) হাই-টেক পার্কের সুবিধা কেবল সরকারি হাই-টেক পার্কে সীমাবদ্ধ করা এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) কোনো ব্যক্তি কোনো একটি উৎসের আয়ের বিপরীতে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হলে উক্তরূপ উৎসের আয়ের বিপরীতে পুনরায় অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন না এবং উক্তরূপ কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকারের মার্জার, ডিমার্জার ও অধিগ্রহণের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হলেও উক্তরূপ কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে না;

ঘ) পেট্রোলিয়াম ও মিনারেল উত্তোলনে নিয়োজিত কোম্পানিসমূহের নিঃশেষ ভাতা অননুমোদন করা;

ঙ) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার কর্তৃক গৃহীত ৫০ লক্ষ টাকার অধিক কোনো মূলধনী আয় যাহা তালিকাভূক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত হয়েছে, তা করের আওতাভূক্ত করা।

এছাড়াও, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেট নিম্নবর্ণিত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে:

০১। উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ প্রণয়ন;

০২। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০২৪।

৯.৩ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ **(সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি):** প্রযোজ্য নয়।

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

1. ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? **প্রযোজ্য নয়।**

দ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ: **প্রযোজ্য নয়।**

মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ: **প্রযোজ্য নয়।**

২২-১০-২০২৪
মোঃ আবদুর রহমান
খান. এফসিএমএ
সচিব